জাতীয় বাজেট ২০২৪-২৫:
সামাজিক সুরক্ষা

ব্যাংক এশিয়া | আমাদের সংসদ | উন্নয়ন সমন্বয়

জুন ২০২৪

প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা বাবদ বরাদ্দের বণ্টন (% হিসেবে)

[১,০০০ কোটি টাকা বা তার বেশি বরাদ্দ আছে এমন কর্মসূচি/প্রকল্প বাবদ বরাদ্দগুলোর মোটা দাগে বণ্টন দেখানো হয়েছে। ১,০০০ কোটি টাকার কম বরাদ্দ আছে এমন কর্মসূচি/প্রকল্প বাবদ বরাদ্দগুলো একযোগে দেখানো হয়েছে]

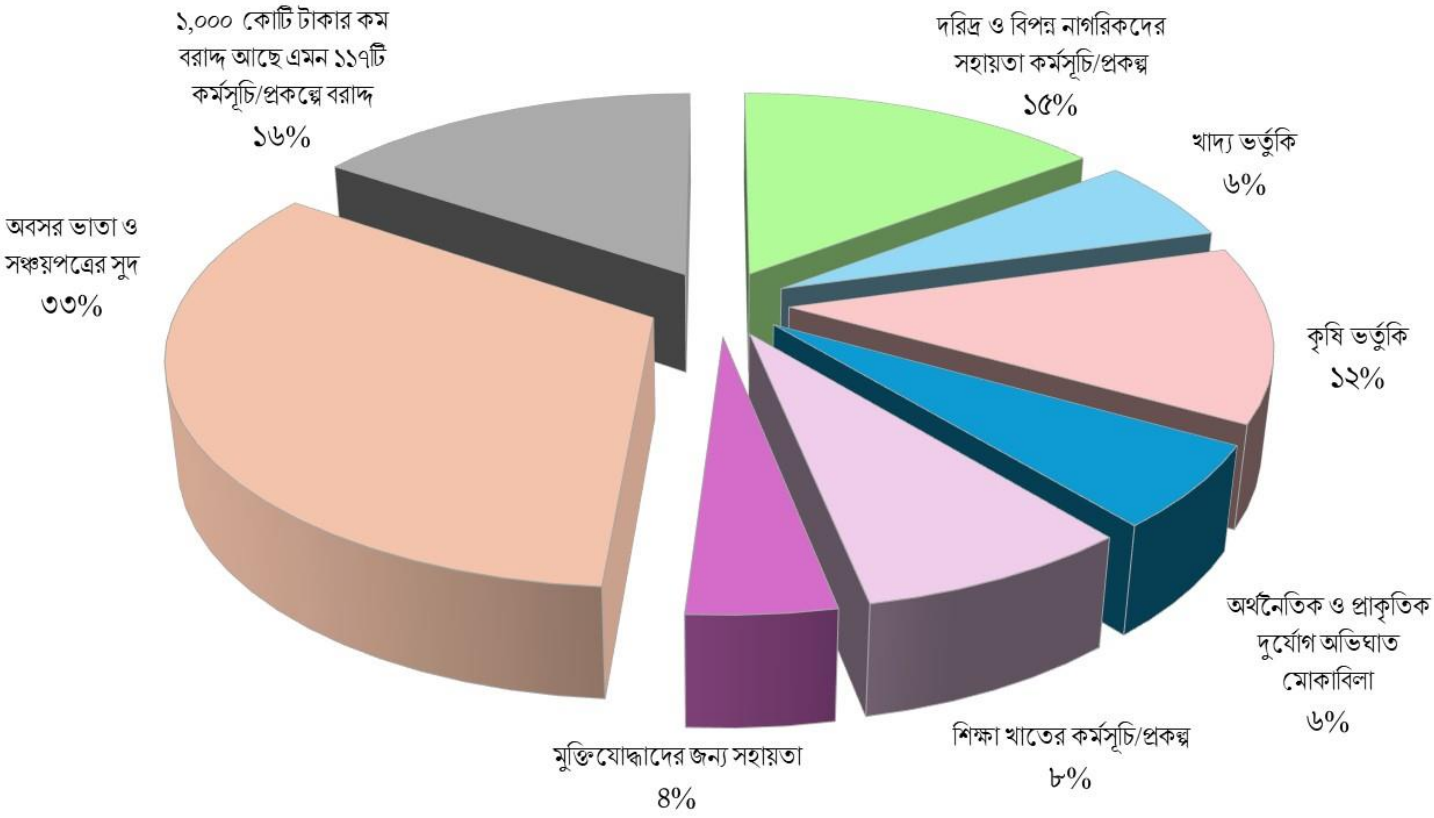

তথ্যসূত্র: সামাজিক সুরক্ষা বাজেট প্রতিবেদন ২০২৪-২৫, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ০১-০৮

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা বাবদ মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৬ কোটি টাকা, যা মোট প্রস্তাবিত বাজেটের ১৭.০৬ শতাংশ। চলতি বছরে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১ লক্ষ ২৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকা, যা মোট বাজেটের ১৬.৫৮ শতাংশ। সামাজিক সুরক্ষা বাবদ ১৪০টি প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রম বাবদ আসন্ন অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে ১,০০০ কোটি টাকা বা তার বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৩টি কর্মসূচিতে/প্রকল্পে। ঐ ২৩টি কর্মসূচি/প্রকল্পেই সামাজিক সুরক্ষার মোট বরাদ্দের ৮৪ শতাংশের বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

১,০০০ কোটি টাকা বা তার বেশি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এমন প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রমগুলোকে উপকারভোগীদের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে মোটা দাগে বিভক্ত করলে দেখা যাবে এর মধ্যে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে এমন প্রকল্প/কর্মসূচি/কার্যক্রমে যেগুলোর লক্ষ্য সরাসরি বিপন্ন ও দরিদ্র নাগরিকদের সুরক্ষা দেয়া। এর পরিমাণ সামাজিক সুরক্ষার মোট বাজেটের ১৫ শতাংশ। এই বরাদ্দ যাবে বিভিন্ন সরাসরি ভাতা কার্যক্রম (যেমন: বয়স্ক ভাতা, মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি ইত্যাদি) এবং কর্মসৃজন কর্মসূচিতে (যেমন: অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, গ্রামীণ অবকাঠামো (মাটির কাজ) ইত্যাদি)।

তুলনামূলক বৃহদায়তন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলোর মধ্যে শতাংশ হিসেবে চলতি অর্থবছরের তুলনায় আসছে অর্থবছরে বরাদ্দ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে 'মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচি'তে। চলতি অর্থবছরে এ কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ১,২৯৪.৪২ কোটি টাকা, যা আসছে অর্থবছরে ২৫ শতাংশ বাড়িয়ে ১,৬২২.৭৫ কোটি টাকা করা হয়েছে।

শতাংশ হিসেবে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ বৃদ্ধি হয়েছে 'প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রমে'। এ কার্যক্রম বাবদ বরাদ্দ ১২ শতাংশ বাড়িয়ে ৩,৩২১.৭৭ কোটি টাকা করা হয়েছে।

আরও যে তিনটি বড় কার্যক্রম/কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বরাদ্দ বেড়েছে এগুলো হলো-

'ভালনারেবল উইমেন বেনেফিট কার্যক্রম',

'বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা ভাতা' ও

'ভিজিএফ কার্যক্রম'।

সরাসরি দরিদ্র/বিপন্ন নাগরিকদের সহায়তা দেয়ার বৃহত্তর কর্মসূচিগুলোর মধ্যে চলতি অর্থবছরের তুলনায় আসন্ন অর্থবছরে বরাদ্দ বৃদ্ধির চিত্র (অঙ্কসমূহ কোটি টাকায়)

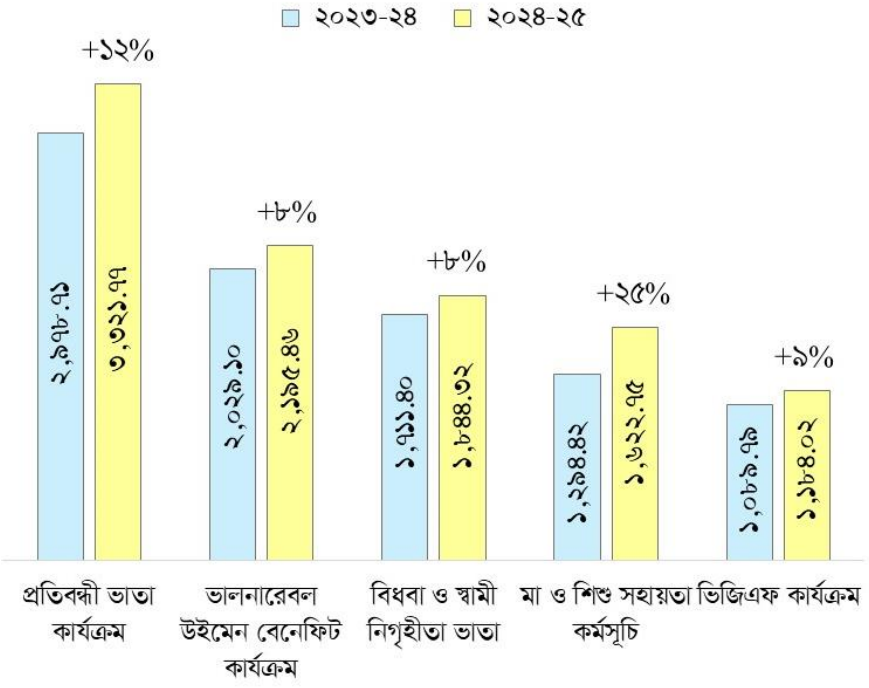

(%)-এর মাধ্যমে শতাংশ হিসেবে বরাদ্দ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে

তথ্যসূত্র: সামাজিক সুরক্ষা বাজেট প্রতিবেদন ২০২৪-২৫, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ০১-০৮

এবারের সামাজিক সুরক্ষা বাজেটে অর্থ বিভাগের আওতায় 'অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের অভিঘাত মোকাবেলার তহবিল' হিসেবে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮ হাজার কোটি টাকা (যা মোট সামাজিক সুরক্ষা বাজেটের ৬ শতাংশ)। ক্ষতিগ্রস্ত দিন-মজুর, কৃষক, শ্রমিক, গৃহকর্মী, এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যথা: বন্যা, শিলাবৃষ্টি, ঘুর্ণিঝড় ইত্যাদিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য এ তহবিল সৃষ্টি করা হয়েছে।

মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে আসছে বছরে খাদ্য ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দ বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। এই বাস্তবতার প্রতি সংবেদনশীলতার জায়গা থেকেই এবারের সামাজিক সুরক্ষা বাজেটে খাদ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় তিনটি কর্মসূচিতে মোট ৮ হাজার কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এর মধ্যে 'খোলাবাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় কর্মসূচি'তে ২ হাজার কোটি টাকা, এবং 'খাদ্য ভর্তুকি' বাবদ প্রায় ২ হাজার ৯ শত কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এগুলোর পাশাপাশি 'খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি' শিরোনামের নতুন কর্মসূচিতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ৩ শত কোটি টাকা।

এছাড়াও কৃষি ভর্তুকি বাবদ যে ১৭ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটিও দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বিশেষ সহায়ক হবে। এই বরাদ্দ মোট সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দের ১২ শতাংশ। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং কৃষি ইনপুটস আমদানি ব্যয় বৃদ্ধির সাপেক্ষে এই বরাদ্দ আরও বাড়ানো হতে পারে। চলতি অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকি বাবদ ১৮ হাজার ৮৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। তবে পরে সংশোধিত বাজেটে এই বরাদ্দ আরও বাড়িয়ে ২১ হাজার ৭০০ কোটি টাকা করা হয়েছে।

পাঁচটি বা তার বেশি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি/প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা মন্ত্রণালয় ও বিভাগ

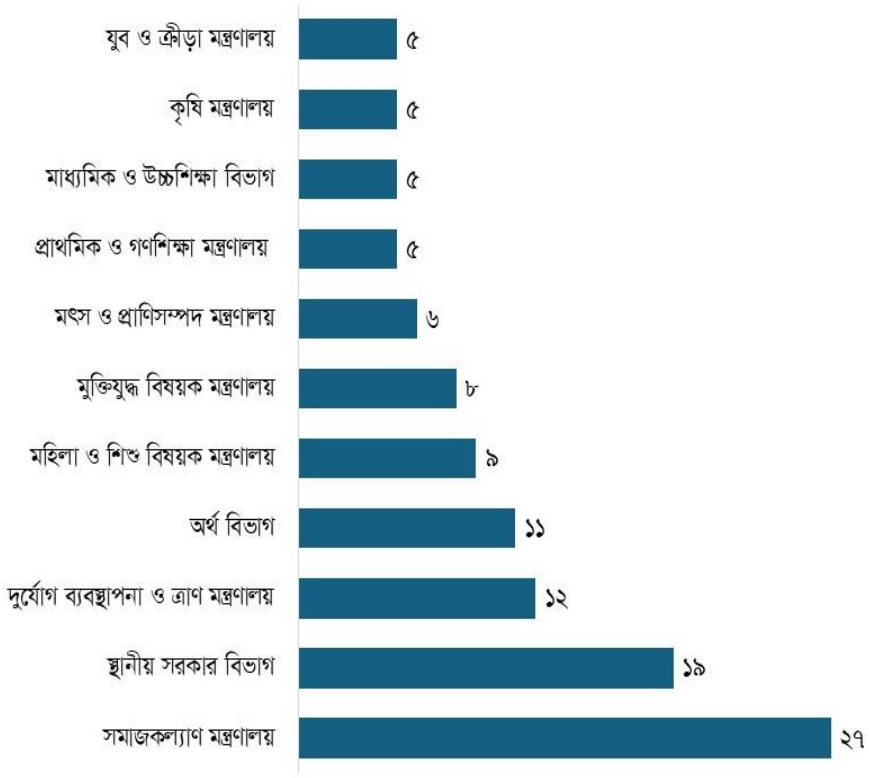

তথ্যসূত্র: সামাজিক সুরক্ষা বাজেট প্রতিবেদন ২০২৪-২৫, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ০১-০৮

প্রস্তাবিত বাজেটের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি/প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে ২৭টি মন্ত্রণালয় বা বিভাগ।

তবে এর মধ্যে ১১টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছে মোট প্রকল্প/কর্মসূচির ৮০ ভাগ। এই মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর প্রত্যেকটি পাঁচটি বা তার বেশি সংখ্যক প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবে।

সবচেয়ে বেশি সংখ্যক- ২৭টি প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

১৯টি প্রকল্প/কর্মসূচির বরাদ্দ নিয়ে এই তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ। এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (১২টি)।

এই তালিকার ১১টি মন্ত্রণালয় বিভাগের বাইরে থাকা অবশিষ্ট যে ১৬টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ সামাজিক সুরক্ষার বরাদ্দ পেয়েছে তাদের প্রত্যেকের আওতায় রয়েছে ১ থেকে ৩টি প্রকল্প/কর্মসূচি।

সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি/প্রকল্পের সংখ্যার বিচারে বেশি সংখ্যক বাস্তবায়নের দায়িত্বে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থাকলেও, মোট সামাজিক সুরক্ষা বরাদ্দের তৃতীয় সর্বোচ্চ অংশ (৮ শতাংশ) যাচ্ছে এই মন্ত্রণালয়ে।

সামাজিক সুরক্ষা বরাদ্দের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অংশ (১৪ শতাংশ) যাচ্ছে কৃষি মন্ত্রণালয়ে। আর সর্বোচ্চ অংশ ব্যয়ের দায়িত্বে অর্থ বিভাগ। সরকারি কর্মচারিদের অবসর ব্যবস্থাপনা (৩৬,৫৮০ কোটি টাকা) এবং সঞ্চয়পত্রের সুদ বাবদ সহায়তা (৮,৮২৮.৩২ কোটি টাকা)-এর দায়িত্ব অর্থ বিভাগের হওয়ায় সামাজিক সুরক্ষা বরাদ্দের বৃহত্তম অংশ যাচ্ছে এ বিভাগে।

এ ছাড়াও ৮ হাজার কোটি টাকার 'অর্থনৈতিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ অভিঘাত মোকাবেলার তহবিল'-এর দায়িত্বেও আছে অর্থ বিভাগ।

সামাজিক সুরক্ষা বরাদ্দের বড় অংশ (৫% বা তার বেশি) যাচ্ছে যে সমস্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগে

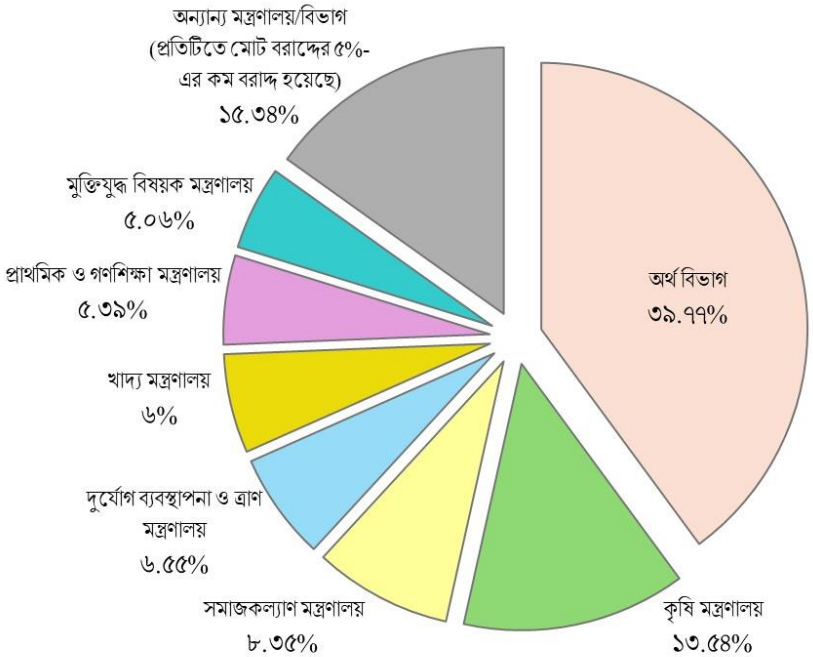

তথ্যসূত্র: সামাজিক সুরক্ষা বাজেট প্রতিবেদন ২০২৪-২৫, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃষ্ঠা ০১-০৮

২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনার বিশেষ দিক হলো ডিজিটালাইজেশনের দিকে নীতি-মনোযোগ। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১ কোটি ১৫ লক্ষ ৩১ হাজার ৫৬৭ জনকে গভর্নমেন্ট টু পার্সন (G2P) পদ্ধতিতে ভাতা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া দেশব্যাপি প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। শনাক্তকৃত প্রায় ৩৩.৩৪ লক্ষ প্রতিবন্ধী নাগরিকের তথ্য সম্বলিত Disability Information Mangement System শীর্ষক নতুন সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে। এই সফটওয়্যারের উপাত্ত সংরক্ষণের জন্য বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে ডাটাবেজ সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে।

সর্বমোট ১১৫টি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে যে ৩৪টি নগদভিত্তিক কর্মসূচি রয়েছে তার মধ্যে ১৯টির অর্থ G2P পদ্ধতিতে সরাসরি উপকারভোগীদের ব্যাংক হিসাব/মোবাইল ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে অবশিষ্ট নগদভিত্তিক কর্মসূচিগুলোকেও এই পদ্ধতির আওতায় আনার পরিকল্পনা বাজেটে ঘোষণা করা হয়েছে।

ইতোমধ্যে ঢাকা বিভাগের চার জেলায় বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদানের ক্ষেত্রে Smart System (G2I) পদ্ধতির পাইলটিং শেষ করা হয়েছে। আগামী ২০২৪-২৫ অর্থবছরে দেশের ৬৪টি জেলায় এই পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। এবং পরবর্তি অর্থবছরে সারা দেশব্যাপি বেসরকারি এতিমখানা/প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসেবে সরাসরি Smart System (G2I) পদ্ধতিতে ইএফটির মাধ্যমে ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে।

বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় দেয়া সহায়তার ক্ষেত্রেও ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়াকে বলশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সমন্বিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পরিচিতি নিশ্চিতকল্পে তাঁদের অনুকূলে স্মার্ট কার্ড ও ডিজিটাল সনদপত্র প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিকে আরও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র রয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সামাজিক সুরক্ষায় বরাদ্দ দেয়া রয়েছে। তবে যে সামষ্টিক-অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ এ মূহুর্তে বাংলাদেশকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে তার প্রভাব থেকে নাগরিকদের বিশেষ করে প্রান্তিক ও দরিদ্র্য নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখতে এই সামাজিক সুরক্ষা বাবদ বরাদ্দ বাস্তবায়নের জন্য অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশি সংবেদনশীল থাকতে হবে।

ব্যাংক এশিয়া পিএলসি এবং উন্নয়ন সমন্বয়ের যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত ‘আমাদের সংসদ’ কার্যক্রমের আওতায় মাননীয় সংসদ সদস্য-সহ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের অংশীজনদের গবেষণা ও বিশ্লেষণী সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি গবেষক, শিক্ষার্থী, গণমাধ্যম কর্মী, উন্নয়ন কর্মী-সহ আগ্রহী নাগরিকদের প্রশিক্ষণ, তাদের সঙ্গে মতবিনিময়-সহ সকলের জন্য তথ্যনির্ভর প্রকাশনা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

যোগাযোগ:

হ্যাপি রহমান প্লাজা (৫ম তলা), ২৫-২৭ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ,
বাংলামোটর, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ;

ফোন: +8809639494444;
ইমেইল: info@unsy.org;
ওয়েবসাইট: www.unsy.org.